দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ DEC. 06 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

স্কুলে ভর্তি লড়াই

ডিসেম্বর মাস এলেই রাজধানীর অভিভাবক-অভিভাবিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুরু হয় এক গভীর উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার ঢেউ। তাই ডিসেম্বর মানেই ভর্তিযুদ্ধ। প্রতি বছরের মতো এবারও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ। সবারই লক্ষ্য একটিই, নিজের সন্তান-সন্ততিকে ভাল স্কুলে ভর্তি করা। এই পর্যায়ে আসার আগে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের বহু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। শ্রাদ্ধ হয় প্রচুর অর্থের, নষ্ট হয় অনেক মূল্যবান সময়। কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে স্থির থাকেন। ভাল স্কুলে ছেলেমেয়েকে ভর্তি করতে পারাটা একটি স্বপ্নের পূরণ, প্রত্যাশা প্রাপ্তির প্রশান্তি। 'ডিসেম্বর মানেই স্কুলে স্কুলে ভর্তি লড়াই'– এ শিরোনামে শুক্রবার জনকণ্ঠের প্রতিবেদনে এরই একটি যথার্থ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এই কাজে সফল হওয়ার জন্য কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর, স্কুল শিক্ষকের কাছে পড়ানো তো আছেই, তার পরও চলছে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে ধরনা। প্রতি বছরই এই সময়ে এই একই নাটকের যেন পুনর্মঞ্চায়ন হয়। বিষয়টি আসলে আনন্দের না হয়ে বেদনারই আরেক নাম হতে পারে। যাঁরা তাঁদের যুদ্ধে জয়লাভ করে ছেলেমেয়েকে 'ভাল স্কুলে' ভর্তি করাতে পারেন তাঁদের কাছে এর শেষ পরিণতি আনন্দের। যাঁরা তা পারেন না তাঁদের মনে থেকে যায় একটি অব্যক্ত বেদনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, গত শুক্রবার হয়ে গেল সেন্ট জোসেফ স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা। এই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ১১০টি আসনের জন্য আবেদনপত্র পড়েছে ৭১৪টি। গত ১ থেকে ১০ নবেম্বর পর্যন্ত এই স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, আসনের তুলনায় দরখাস্তের পরিমাণ প্রায় ৭ গুণ বেশি। একই অবস্থা দেখা দেবে হলিক্রস স্কুল, ভিকারুননিসা নূন স্কুলের বিভিন্ন শাখায় এবং অন্যান্য নামী-দামী স্কুলে। একইভাবে এই মাসেই ঢাকার ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। পরীক্ষা গ্রহণে সুবিধার জন্য এবার এই স্কুলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা 'এ', 'বি' ও 'সি' গ্রুপ। ফলে এক এক গ্রুপে পড়েছে ৮টি করে স্কুল। বেসরকারী স্কুলের বাইরে এই সরকারী স্কুলগুলোই মোটামুটিভাবে 'ভাল স্কুল' বলে পরিচিত। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রভাবশালীদের দরবারে অভিভাবকদের ধরনা শুরু হয়ে গেছে।

এখানে একটি মূল আদর্শের দিকে নজর দেয়া দরকার। শিক্ষা একটি গণতান্ত্রিক দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এ ব্যাপারটি সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত। তাহলে, রাজধানীতে সরকারী, বেসরকারী, কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম ও অন্যান্য ক্যাটাগরির স্কুল মিলিয়ে প্রায় সহস্রাধিক স্কুল রয়েছে। কিন্তু শিক্ষার পরিবেশ অধিকাংশ স্কুলেই বিশেষ সন্তোষজনক নয়। ফলে কয়েকটি নাম করা স্কুলেই ভর্তির চাপ পড়ে বেশি। এ ছাড়া অনেক অভিভাবক অত্যধিক টিউশন ফী দাবিদার স্কুলের দিকে এগোন না। ফলে মোটামুটিভাবে সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বেশিরভাগ ঐ সব সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের দিকে ঝুঁকে।

আমাদের দেশে শিক্ষালাভ বর্তমানে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সার্টিফিকেটসর্বস্ব। ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য এ সময়ে ছাত্রছাত্রীরা, বলতে গেলে, এক জাতীয় গিনিপিগে পরিণত হয়। তাঁদের একের পর এক জায়গায় কোচিং-টিচিং-ট্রেনিং নিতে হয়। তাঁদের কাছে এটি সত্যই হয়ে দাঁড়ায় একটি যুদ্ধকালীন অবস্থার শামিল। অথচ তা হবার কথা নয়।

আমাদের মতো গরিব দেশেও শিক্ষাখাতেই বাজেটের সর্বাধিক অর্থ মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। তাই ভর্তি যুদ্ধকে সহজ করার জন্য রাজধানীতে যে বিপুলসংখ্যক স্কুল রয়েছে সেখানে শিক্ষাদানের মান অন্তত একটি ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য স্তরে উন্নীত করা সময়সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়। তাহলেই ছাত্রছাত্রীদের স্কুল স্তরের শিক্ষাকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়া যাবে। তারপর স্কুল লেভেলের পড়াশোনা শেষ হলে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের মেধার মান বুঝে অভিভাবকদের উচিত হবে প্রয়োজনে তাদের ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের জন্য তৈরি করা। বর্তমানে এই পথে অনেকেই ভাল ফল অর্জন করছে। সব সত্ত্বেও আমাদের আবেদন, সরকারী ও সকল বেসরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে যে আপনারা সকলে মিলে কোমলমতি এই অগুণতি ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক লেখাপড়াটা একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিন। শিক্ষাকে সহজলভ্য করুন। ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা বাড়ানোর দিকে নজর দিন। গোড়া থেকেই নজর দিন কম্পিউটার ট্রেনিংয়ের দিকে। তাহলে এ সমন্বিত প্রচেষ্টা যথার্থ ফল বয়ে আনবে।